দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 03 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

বগুড়ার এমপিওবিহীন ১৫২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

বেতন নেই ২ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর

প্রদীপ মোহন্ত, বগুড়া ৩

১৫২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ায় বগুড়ার দুই সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার ১৫২টি এমপিওবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪১টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৯টি, স্কুল অ্যান্ড কলেজ ১১টি, উচ্চমাধ্যমিক বেসরকারি কলেজ ৯টি, ডিগ্রি পর্যায়ের বেসরকারি কলেজ রয়েছে ৮টি। এ ছাড়া দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে ৩৯টি, আলিম মাদ্রাসা ১২টি, ফাজিল মাদ্রাসা ১টি ও কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা ২টি। এসব প্রতিষ্ঠানের বেশি-রভাগেরই তেমন কোনো আয় নেই। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দিতে পারে না। সু-দিনের আশায় অপেক্ষা করতে গিয়ে অভাব-অনটনের কারণে কারো কারো সংসার ভেঙেছে। আবার কারও চাকরি জীবনই শেষ হয়ে গেছে। তার পরেও আগামীতে সুদিনের অপেক্ষায় যুগ যুগ ধরে বিনা বেতনে চাকরি করে যাচ্ছেন বগুড়ার ২ হাজারের বেশি শিক্ষক।

শিবগঞ্জ উপজেলার শব্দলদিঘি বালিকা দাখিল মাদ্রাসার কৃষিবিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষক শাহিনুর আলম জানান, ১৩ বছর ধরে বিনা বেতনে চাকরি করছেন। স্কুল এমপিওকরণ না হওয়ায় বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। ১৬ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্রাসার শতাধিক ছাত্রী রয়েছে। ১৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ৩ জন কর্মচারী প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনো বেতন-ভাতার মুখ দেখেননি। তাছাড়া বালিকা মাদ্রাসা হবার কারণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাসিক ভাতা নেওয়ারও সুযোগ নেই। বেতন ছাড়া চাকরি করতে গিয়ে তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। সংসারে অভাব-অনটন এখন নিত্যসঙ্গী।

বাংলাদেশ নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশনের বগুড়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়ার নওদাপাড়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার সেকেন্দার আলী জানান, এমপিওভুক্তির আশায় ১৬টি বছর কেটে গেল বিনা বেতনে। এ মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয় ২০০০ সালে। একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে ২০০৪ সালে। বর্তমানে ৩ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, ১৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ২ জন কর্মচারী নিয়ে চলছে এ মাদ্রাসা। এখানে বাড়তি কোনো আয়ের পথ নেই। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা বিনা বেতনে চাকরি করে যাচ্ছেন।

দীর্ঘদিন বেতন-ভাতা না পেয়ে সংসারের অভাব চলতে থাকার কারণে এ মাদ্রাসার শরীরচর্চা শিক্ষক ছানোয়ার হোসেনের সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। গত ৩ বছর আগে ওই শিক্ষকের স্ত্রী দুই সন্তান রেখে ছানোয়ার হোসেনকে ছেড়ে চলে গেছেন। এর পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই শিক্ষক। গত দুই বছর ধরে তিনি আর মাদ্রাসায় হাজিরা দেন না। কয়েকমাস আগে সুপার তার সঙ্গে দেখা করে জানতে পারেন, বর্তমানে তিনি একটি ইটের ভাটায় কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে বগুড়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা গোপাল চন্দ্র সরকার বলেন, সাধারণত সংসদ সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্তি পেয়ে থাকে। স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সদিচ্ছা থাকলেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়া সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।